যুগান্তর

তারিখ 7 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

সিনেটে প্রতিনিধি নির্বাচন

জমে উঠেছে ঢাবির শিক্ষক রাজনীতি

মাহমুদুল হাসান নয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে শিক্ষক রাজনীতি। এ নির্বাচন ঘিরে আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থিত নীল দল এবং বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত সাদা দলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরমে পৌঁছেছে। ক্ষমতাসীন নীল দলের মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রমে অসন্তোষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে দলটির শিক্ষকরা এ কোন্দলে জড়িয়েছেন। অন্যদিকে আগামী জাতীয় নির্বাচনকে টার্গেট করে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রদর্শন এবং অবস্থান জানান দিতে মতদ্বন্দ্বে জড়িয়েছে সাদা দল। ফলে উভয় দলেই সাধারণ ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে নিজ দলের শিক্ষকদের পক্ষে ভেড়ানোর অসম প্রতিযোগিতা।

- নীল-সাদায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরমে
- নীল দলের আজকের সাধারণ সভা নিয়ে উত্তেজনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর আর্টিক্যাল ২০(১) (এল) অনুযায়ী আগামী ২২ মে ১০৫ সদস্যবিশিষ্ট সিনেটের ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের 'দ্বিতীয় সংসদ' হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের ৮১ শতাংশ প্রতিনিধির পদ শূন্য থাকার পরিপ্রেক্ষিতে ৩ মে এ নির্বাচনের ঘোষণা আসে। কিন্তু দীর্ঘ সময় পর সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ঘোষণা দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সম্প্রীতি রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারছে না। বরং স্বার্থের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করেছে ভয়াবহ কোন্দল। ফলে নির্বাচনে প্যানেল গঠনকে কেন্দ্র করে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশাঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে আসীন থাকা বা হওয়া, শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত আইনি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ না রাখা, আঞ্চলিকতা, দলের মেয়াদ উত্তীর্ণ আহ্বায়ক কমিটি, শীর্ষ পদধারীদের বিতর্কিত ভূমিকা এবং স্বার্থগত দ্বন্দ্ব থেকেই নীল দলে গ্রুপিংয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষমতাসীন নীল দলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

জমে উঠেছে ঢাবির শিক্ষক রাজনীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পড়েছে। একটি উপাচার্যের পক্ষের, অন্যটি তার বিরোধী। বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে ভিন্ন মত থাকলেও বর্তমান উপাচার্যবিরোধী ইস্যুতে জোট বেঁধেছে শিক্ষকদের একটি বড় অংশ। যেহেতু সিনেট সদস্যরাই আগামী দিনে তিন সদস্যের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করবেন এবং সেখান থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদে (উপাচার্য) নিয়োগ প্রদান করা হবে, তাই সেই বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে উভয় পক্ষেই চলছে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা। যেহেতু সিনেটের অধিকাংশ পদ এখনও ফাঁকা, তাই শিক্ষক প্রতিনিধিরাই (৩৫ জন) গতবারের মতো আসন্ন উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা রাখবেন বলে তাদের ধারণা। গতবার রেজিস্ট্রার গ্র্যাজুয়েট থেকে সিনেট প্রতিনিধি নির্বাচিত না করেই ১০৫ সদস্যবিশিষ্ট সিনেটের মাত্র ৪৬ সদস্যের অংশগ্রহণে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করা হয়েছিল।

গ্রুপিংয়ের সূত্রপাত অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০১৫ সালের এপ্রিলে অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনকে আহ্বায়ক করে এক বছরের জন্য আহ্বায়ক কমিটি করে নীল দল। কিন্তু নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হলেও তারা পদ ছাড়েননি। ফলে বিভিন্ন সময় নীল দলের বৈঠকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তাদের। সর্বশেষ ১৮ জানুয়ারি ডিন নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে দলটির সাধারণ সভায় বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। নির্বাচনে প্রার্থী চূড়ান্ত করতে ৭ জানুয়ারি নীল দলের সাধারণ সভায় যুদ্ধাপরাধী পরিবারের সদস্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ থেকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিলে অন্য শিক্ষকদের তোপের মুখে পড়ে আহ্বায়ক কমিটি। পরে ডিন নির্বাচনে ১০টি অনুষদের ৯টিতেই নীল দল জয়ী হলেও কেবল যুদ্ধাপরাধী পরিবারের ওই শিক্ষকই নির্বাচনে হেরে যান। এতে বেশ বিব্রত হন আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা। এদিকে ৭ জানুয়ারির ওই সভাতেই নীল দলের বর্তমান কমিটিকে অবৈধ উল্লেখ করে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানায় শিক্ষকদের বড় একটি অংশ। তখন চাপের মুখে ডিন নির্বাচনের পরদিন ১৯ জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন দলের আহ্বায়ক। কিন্তু সেই তারিখে কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনকি প্রতিশ্রুতির পর দীর্ঘ চার মাস অতিবাহিত হলেও নির্বাচন দেয়নি বর্তমান কমিটি। একদিকে ডিন নির্বাচনে সবক'টি আসনে জিততে না পারার মনঃকষ্ট এবং অন্যদিকে নির্বাচনের প্রতিশ্রুত তারিখে সভা না ডাকায় ক্ষোভ আরও ঘনীভূত হয়।

এমন অবস্থার মধ্যেই সিনেটে প্রার্থী মনোনয়নকে কেন্দ্র করে আজ রোববার বিকাল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) সাধারণ সভা ডাকেছে নীল দল। এ সভাকে ঘিরে দলটিতে তৈরি হয়েছে ব্যাপক উত্তেজনা। কারণ সাধারণত নীল দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক আহ্বান করলে চিঠির মাধ্যমে শিক্ষকদের তা জানানো হয় এবং তার আগে বিভিন্ন অনুষদের পৃথক সভা আহ্বান করা হয়। এছাড়া ২-৩ কার্যদিবস হাতে রেখে এ সভা ডাকা হয়। কিন্তু এবার তার কোনোটিই অনুসরণ করা হয়নি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ২৬ মিনিটে বৈঠকের বিষয় জানিয়ে একটি খুদেবার্তা পাঠানো হয়েছে। এরপর দুই দিন শুক্র ও শনিবার বন্ধ। ফলে এ দুই দিন শিক্ষকরা অভ্যন্তরীণ কোনো বৈঠক করতে পারেননি। আমরা আশঙ্কা করছি, সভায় সাধারণ শিক্ষকদের মতামত উপেক্ষা করে পূর্বনির্ধারিত একটি প্যানেল চাপিয়ে দেয়া হবে।'

বৃহস্পতিবার রাতে সভার বিষয়টি জেনেছেন বলে যুগান্তরকে জানিয়েছেন দলের একটি অনুষদের আহ্বায়কও।

নীল দল সূত্র জানায়, মেয়াদোত্তীর্ণ বর্তমান কমিটি চাইছে এ বৈঠকের মাধ্যমে সিনেটের প্রার্থী চূড়ান্ত করতে। অপর একটি অংশের চাওয়া, আগে নতুন কমিটি গঠন করে পরে অন্য এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা হবে। এ বিষয়ে নীল দলের এক শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের মূল দাবি থাকবে নীল দলের নির্বাচন। নতুন কমিটি গঠন না করে অন্য কোনো এজেন্ডায় আলোচনা হতে দেয়া হবে না।'

এ বিষয়ে জানতে নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনকে তার সেল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। দলের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক আলী আক্কাস যুগান্তরকে বলেন, 'এটি আসলে মেয়াদের বিষয় নয়। যতদিন পর্যন্ত নির্বাচন না হয়, ততদিন আগের কমিটি ভেলিড থাকবে।' তিনি আরও বলেন, 'এটি আসলে আপনাদের বিষয় নয়, শিক্ষকরাই এটি ঠিক করবেন। তারাই এ বিষয়ে আলোচনা করবেন।' এরপর বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি একই বক্তব্য দেন। অপর এক যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলম যুগান্তরকে বলেন, 'এটি তো সম্পূর্ণ একটি শিক্ষকদের ব্যাপার। আমরা এ ব্যাপারে টেলিফোনে আলাপ করতে অভ্যস্ত না।' তিনি এর বেশি কোনো কথা বলতে রাজি হননি।

এদিকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকা সাদা দলের রাজনীতিও। আগামী নির্বাচনকে টার্গেট করে তারা সামনে এগোচ্ছেন। নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে— এমন স্বপ্ন থেকে নতুন করে দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় হচ্ছেন অনেকেই। সাদা দলের অন্তত ১০ জন শিক্ষক যুগান্তরকে জানিয়েছেন, সম্প্রতি দলের সভায় উপস্থিতি বেড়েছে। দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় ছিলেন এমন অনেকেই এখন বিভিন্ন কার্যক্রমে বেশ নিয়মিত। দল সরকারে গেলে পিএসসি, ইউজিসিসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে আসীন হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকতেই তারা এমনটি করছেন বলে অভিযোগ দলটির একাংশের শিক্ষকদের।

সাদা দলের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অতীতে বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় নির্বাচনে সাদা দল শুধুই লোক দেখানো নির্বাচন করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচন ঘিরে তাদের সেই অর্থে কোনো তৎপরতা ছিল না। এমনও অবস্থা হয়েছে, কোনো কোনো নির্বাচনে সাদা দল প্রার্থীই দিতে পারেনি। যার প্রমাণ এবারের ডিন নির্বাচন। ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদে কোনো প্রার্থী দেয়নি সাদা দল। এমনকি অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে সাদা দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আইন অনুষদেও প্রার্থী দিতে পারেনি। কিন্তু সিনেট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ অবস্থা অনেকটাই পাল্টেছে। তবে সিনেটে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েও তাদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়েছে।

এ বিষয়ে সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান যুগান্তরকে বলেন, 'নতুন করে কেউ আসছেন ব্যাপারটি এমন নয়। আমাদের সঙ্গে যারা ছিলেন তারাই আসছেন। আমরা সার্বক্ষণিক সবার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। সেকারণেই হয়তো উপস্থিতি বেড়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের মধ্যে কোনো কোন্দল নেই, মনোনয়ন নিয়ে মতভেদও নেই। ৮ মে সাধারণ সভা করে সবার পরামর্শের ভিত্তিতেই প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে।'